মরিচ চাষের সময়ভিত্তিক ধাপ ও ব্যবস্থাপনা

প্রথম পর্যায়: বীজতলা ও চারা উৎপাদন (রোপণের ৩০-৩৫ দিন পূর্বে)

ধাপ ১: বীজতলা তৈরি ও বীজ বপন (দিন -৩৫)

* + পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা সম্পন্ন উঁচু স্থানে বীজতলা তৈরি করতে হবে।
  + বীজ বপনের পূর্বে ছত্রাকজনিত রোগ (যেমন: ড্যাম্পিং অফ বা চারা পচা) থেকে চারাকে রক্ষার জন্য প্রতি কেজি বীজের জন্য ২-৩ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম (যেমন: অটোস্টিন) বা প্রোভ্যাক্স দিয়ে বীজ শোধন করে নিতে হবে।
  + বীজতলায় ৫ সেমি দূরত্বে সারি করে হালকাভাবে বীজ বপন করে ঝুরঝুরে মাটি দিয়ে ঢেকে দিতে হবে।
* আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ:
  + এই সময়ে বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাই অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত থেকে বীজতলাকে রক্ষার জন্য উপরে পলিথিনের ছাউনি বা চালার ব্যবস্থা করতে হবে। বীজ গজানোর পর অতিরিক্ত প্রখর রোদ থেকেও চারাকে রক্ষা করতে হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়: মূল জমি তৈরি ও চারা রোপণ

ধাপ ২: জমি তৈরি ও সারের বেসাল ডোজ (রোপণের ৭-১০ দিন পূর্বে)

* + জমিতে ৪-৫টি গভীর চাষ ও মই দিয়ে মাটি ভালোভাবে ঝুরঝুরে ও সমতল করে নিতে হবে।
  + ৭৫ সেমি প্রশস্ত বেড তৈরি করতে হবে এবং দুটি বেডের মাঝে পানি সেচ ও নিষ্কাশনের জন্য ৩০ সেমি চওড়া নালা রাখতে হবে।
  + শেষ চাষের সময় সম্পূর্ণ গোবর, টিএসপি/ডিএপি, জিপসাম, জিংক এবং অর্ধেক এমওপি সার জমিতে প্রয়োগ করে মাটির সাথে ভালোভাবে মিশিয়ে দিতে হবে।
* আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ:
  + জমিতে 'জো' থাকা অবস্থায় বা মাটি কিছুটা শুকনা থাকলে চাষ দেওয়া উত্তম। অতিরিক্ত ভেজা বা কাদা অবস্থায় চাষ দিলে মাটি শক্ত হয়ে যায়, যা গাছের শিকড় বৃদ্ধিতে বাধা দেয়।

ধাপ ৩: চারা রোপণ (দিন ০)

* + ৩০-৩৫ দিন বয়সী ৪-৫টি পাতাযুক্ত সুস্থ ও সবল চারা রোপণের জন্য নির্বাচন করতে হবে।
  + সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেমি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ৪০-৫০ সেমি রাখতে হবে।
  + চারা তোলার আগে বীজতলার মাটি ভিজিয়ে নিতে হবে যাতে শিকড়ের কোনো ক্ষতি না হয়।
  + দিনের শীতল অংশে, অর্থাৎ পড়ন্ত বিকেলে চারা রোপণ করা উত্তম। রোপণের পর গাছের গোড়ায় হালকা সেচ প্রদান করতে হবে।
* আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ:
  + প্রখর রোদ বা অতিরিক্ত গরমের সময় চারা রোপণ করলে চারার মৃত্যুহার বেড়ে যায়। মেঘলা বা শীতল দিনে চারা রোপণ করা সবচেয়ে ভালো।

তৃতীয় পর্যায়: রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা

ধাপ ৪: চারা প্রতিষ্ঠা ও প্রাথমিক পরিচর্যা (দিন ১-২০)

* + রোপণের পর প্রথম কয়েকদিন হালকা সেচ দিয়ে মাটির আর্দ্রতা বজায় রাখতে হবে যাতে চারা দ্রুত মাটিতে লেগে যায়।
  + মরিচের পাতা কোঁকড়ানো রোগের জন্য দায়ী থ্রিপস ও সাদা মাছি দমনের জন্য এই সময়েই জমিতে আঠালো হলুদ ও নীল ফাঁদ স্থাপন করতে হবে।
* আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ:
  + রোপণের পর কয়েকদিন তীব্র রোদ থাকলে প্রয়োজনে হালকা ছায়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। রাতের তাপমাত্রা হঠাৎ কমে গেলে বা কুয়াশা পড়লে চারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

ধাপ ৫: গাছের বৃদ্ধি ও প্রথম সার প্রয়োগ (দিন ২১-৪০)

* + জমির আগাছা পরিষ্কার করতে হবে এবং মাটির উপরিভাগ নিড়ানি দিয়ে আলগা করে দিতে হবে।
  + ২৫তম দিনে প্রথম কিস্তির উপরি সার (নির্ধারিত ইউরিয়া ও এমওপি সারের প্রথম অংশ) গাছের গোড়া থেকে ৫-৬ ইঞ্চি দূরে রিং করে প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে দিন।
  + সার প্রয়োগের পর অবশ্যই একটি হালকা সেচ দিতে হবে।
* আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ:
  + এই সময়ে উষ্ণ ও রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া গাছের দ্রুত বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। তবে একটানা শুষ্ক ও গরম আবহাওয়ায় মাকড়ের আক্রমণ শুরু হতে পারে, তাই জমি পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

ধাপ ৬: ফুল-ফল ধারণ ও দ্বিতীয়-তৃতীয় সার প্রয়োগ (দিন ৪১-৮০)

* + এই সময়ে গাছে ফুল ও ফল আসতে শুরু করে।
  + ৫০তম দিনে দ্বিতীয় কিস্তির উপরি সার এবং ৭০তম দিনে তৃতীয় বা শেষ কিস্তির সার প্রয়োগ করে সেচ দিতে হবে।
  + ফল পচা (অ্যানথ্রাকনোজ) রোগ প্রতিরোধের জন্য প্রতিরোধমূলক ছত্রাকনাশক স্প্রে করা যেতে পারে।
* আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ:
  + গাছে ফুল ও ফল আসার সময় জমিতে পর্যাপ্ত রস থাকা অত্যাবশ্যক। এই সময়ে খরা বা অনাবৃষ্টি দেখা দিলে ফলন মারাত্মকভাবে কমে যেতে পারে। তাই ১০-১৫ দিন পরপর সেচ দিন।
  + অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত বা মেঘলা আবহাওয়ায় ফুল ঝরে যেতে পারে এবং ফল পচা রোগের প্রকোপ বাড়ে। তাই জমিতে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।

চতুর্থ পর্যায়: ফসল সংগ্রহ

ধাপ ৭: ফসল সংগ্রহ (দিন ৬০-৭০ থেকে শুরু)

* + জাতভেদে চারা রোপণের ৬০-৭০ দিন পর থেকে কাঁচা মরিচ সংগ্রহ শুরু করা যায়। রান্নার জন্য সবুজ ও সতেজ অবস্থায় ফল সংগ্রহ করুন।
  + শুকনো মরিচের জন্য ফলকে গাছে লাল হওয়া পর্যন্ত রাখতে হবে। সাধারণত রোপণের ১০০-১২০ দিন পর পাকা মরিচ সংগ্রহ করা হয়।
  + প্রতি ৭-১০ দিন পরপর ফল সংগ্রহ করা যায় এবং এই প্রক্রিয়া প্রায় ২-৩ মাস পর্যন্ত চলতে থাকে।
* আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ:
  + শুষ্ক ও রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে ফল সংগ্রহ করলে মরিচের গুণগত মান ভালো থাকে এবং সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
  + শুকনো মরিচের জন্য ফল সংগ্রহের পর ৫-৭ দিন কড়া রোদে ভালোভাবে শুকাতে হবে। মেঘলা বা আর্দ্র আবহাওয়ায় মরিচ শুকালে ছত্রাকের আক্রমণের আশঙ্কা থাকে।

মরিচের জাত পরিচিতি

মরিচের জাত পরিচিতি

বাংলাদেশে চাষ উপযোগী সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন জাতের তথ্য নিচে দেওয়া হলো:

বারি উদ্ভাবিত মরিচের জাত

* বারি মরিচ-১
  + জাত পরিচিতি ও উদ্ভাবন: এটি একটি উচ্চ ফলনশীল ঝাল মরিচের জাত যা বাছাই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বারি কর্তৃক উদ্ভাবিত হয়।
  + গাছের বৈশিষ্ট্য: গাছ মাঝারি আকারের, খাড়া এবং ঝোপালো হয়। গাছের উচ্চতা ৫০-৬০ সেমি।
  + ফলের বৈশিষ্ট্য: ফল নিচের দিকে ঝুলে থাকে (pendant)। কাঁচা ফলের রঙ হালকা সবুজ এবং পাকা ফলের রঙ উজ্জ্বল লাল। ফলের দৈর্ঘ্য ৫-৬ সেমি এবং এটি মাঝারি ঝালযুক্ত।
  + ফলন: কাঁচা অবস্থায় হেক্টরপ্রতি গড় ফলন ২০-২৫ টন এবং শুকনো অবস্থায় ২-৩ টন।
  + জীবনকাল: প্রায় ১৫০-১৮০ দিন।
  + ফসল সংগ্রহ: চারা রোপণের ৭০-৮০ দিনের মধ্যে কাঁচা মরিচ এবং ১০০-১২০ দিনের মধ্যে পাকা মরিচ সংগ্রহ করা যায়।
  + জাতের বিশেষত্ব: জাতটি অ্যানথ্রাকনোজ বা ফল পচা রোগ সহনশীল।
  + উপযোগী এলাকা: বাংলাদেশের প্রায় সব এলাকায় চাষযোগ্য।
  + চাষ উপযুক্ত সময়: রবি ও খরিফ উভয় মৌসুমেই চাষ করা যায়। রবি মৌসুমের জন্য ভাদ্র-আশ্বিন মাসে এবং খরিফ মৌসুমের জন্য ফাল্গুন-চৈত্র মাসে বীজ বপন করতে হয়।
* বারি মরিচ-২ (বালিজুরী)
  + জাত পরিচিতি ও উদ্ভাবন: এটি স্থানীয় বালিজুরী জাত থেকে বাছাই করে উদ্ভাবিত একটি উচ্চ ফলনশীল ঝাল মরিচের জাত।
  + গাছের বৈশিষ্ট্য: গাছ বেশ লম্বা, প্রায় ৮০-১০০ সেমি উঁচু এবং ঝোপালো প্রকৃতির।
  + ফলের বৈশিষ্ট্য: ফল উপরের দিকে মুখ করে থাকে (erect)। কাঁচা ফল গাঢ় সবুজ এবং পাকলে উজ্জ্বল লাল হয়। এটি অত্যন্ত ঝালযুক্ত।
  + ফলন: কাঁচা অবস্থায় হেক্টরপ্রতি ২৫-৩০ টন এবং শুকনো অবস্থায় ৩-৪ টন।
  + জীবনকাল: প্রায় ১৮০-২০০ দিন।
  + ফসল সংগ্রহ: চারা রোপণের ৬০-৭০ দিন পর থেকে ফল সংগ্রহ শুরু করা যায়।
  + জাতের বিশেষত্ব: জাতটি ভাইরাস রোগ (যেমন: পাতা কোঁকড়ানো) সহনশীল। এটি শুকানোর জন্য বিশেষভাবে উপযোগী।
  + চাষ উপযুক্ত সময়: রবি মৌসুম চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী।
* বারি মরিচ-৩
  + জাত পরিচিতি ও উদ্ভাবন: এটিও একটি উচ্চ ফলনশীল ঝাল মরিচের জাত।
  + গাছের বৈশিষ্ট্য: গাছ মাঝারি আকারের এবং ছড়ানো প্রকৃতির।
  + ফলের বৈশিষ্ট্য: ফল নিচের দিকে ঝুলে থাকে। কাঁচা ফল সবুজ এবং পাকলে টকটকে লাল হয়। ফল বেশ লম্বা (৭-৮ সেমি) এবং ঝালযুক্ত।
  + ফলন: কাঁচা অবস্থায় হেক্টরপ্রতি ৩০-৩৫ টন এবং শুকনো অবস্থায় ৪-৫ টন।
  + ফসল সংগ্রহ: চারা রোপণের ৭০-৭৫ দিন পর থেকে ফল সংগ্রহ করা যায়।
  + জাতের বিশেষত্ব: জাতটি অ্যানথ্রাকনোজ ও ব্যাকটেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ সহনশীল।
  + চাষ উপযুক্ত সময়: রবি ও খরিফ উভয় মৌসুমেই চাষযোগ্য।

বেসরকারি জনপ্রিয় হাইব্রিড জাত

* সনিক (Syngenta): অত্যন্ত ঝাল, ফল ৮-১০ সেমি লম্বা। ভাইরাস সহনশীল এবং উচ্চ ফলনশীল।
* বিজলী প্লাস (Metal Agro): খুব ঝাল, ফল সবুজ ও মসৃণ। ভাইরাস ও ঢলে পড়া রোগ সহনশীল।
* প্রিমিয়াম (ACI Seed): মাঝারি ঝাল, ফল ১১-১৩ সেমি লম্বা। খরিফ ও রবি উভয় মৌসুমের জন্য উপযোগী।
* এছাড়াও বাজারে ইস্ট-ওয়েস্ট সীড (নাগা কিং, টারবো), লাল তীর (সুপার হট, পয়েন্ট), সুপ্রিম সীড কোম্পানি (সীডর) সহ বিভিন্ন কোম্পানির ভাইরাস সহনশীল ও উচ্চ ফলনশীল হাইব্রিড জাত পাওয়া যায়।

উন্নত ও আধুনিক চাষাবাদ প্রযুক্তি

আবহাওয়া, মাটি ও জমি তৈরি

* আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ: মরিচ উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর ফসল। গাছের দৈহিক বৃদ্ধির সময় উষ্ণ ও আর্দ্র আবহাওয়া এবং ফল পাকার সময় শুষ্ক আবহাওয়া প্রয়োজন। ২৫° থেকে ৩০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা মরিচ চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত ও জলাবদ্ধতা গাছের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর এবং ফুল ও ফল ঝরে যাওয়ার অন্যতম কারণ।
* মাটি: পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা সম্পন্ন উর্বর দোআঁশ বা বেলে দোআঁশ মাটি মরিচ চাষের জন্য সর্বোত্তম।
* বীজতলা ও চারা তৈরি: বীজতলার মাটি ভালোভাবে চাষ করে ঝুরঝুরে করে নিতে হবে। সুস্থ ও সবল চারা উৎপাদনের জন্য বীজ বপনের আগে ছত্রাকনাশক (যেমন: কার্বেন্ডাজিম/প্রোভ্যাক্স) দিয়ে বীজ শোধন করে নেওয়া উত্তম। বীজতলায় ৩০-৩৫ দিন বয়সী ৪-৫টি পাতাযুক্ত চারা মূল জমিতে রোপণের উপযুক্ত হয়।
* জমি তৈরি ও রোপণ: ৪-৫টি চাষ ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে ৭৫ সেমি প্রশস্ত বেড তৈরি করতে হবে। দুটি বেডের মাঝে পানি নিষ্কাশনের জন্য ৩০ সেমি চওড়া নালা রাখতে হবে। সারি থেকে সারির দূরত্ব ৬০ সেমি এবং চারা থেকে চারার দূরত্ব ৪০-৫০ সেমি রাখতে হবে।

সেচ ব্যবস্থাপনা

* মরিচ গাছ জলাবদ্ধতা সহ্য করতে পারে না, আবার খরাও গাছের জন্য ক্ষতিকর। তাই প্রয়োজন অনুযায়ী সেচ দিতে হবে।
* শুকনো মৌসুমে ১০-১৫ দিন পরপর হালকা সেচ দেওয়া প্রয়োজন।
* গাছে ফুল ও ফল আসার সময় জমিতে পর্যাপ্ত রস থাকা আবশ্যক, অন্যথায় ফুল ও ফল ঝরে যেতে পারে।
* বৃষ্টির সময় বেডে যেন পানি না জমে, সেদিকে কঠোরভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

সার ব্যবস্থাপনা

ভালো ফলনের জন্য মরিচের জমিতে সুষম সার প্রয়োগ অপরিহার্য। নিচে হেক্টরপ্রতি সারের মাত্রা দেওয়া হলো:

| সারের নাম | মোট পরিমাণ (কেজি/হেক্টর) | জমি তৈরিতে প্রয়োগ | ১ম কিস্তি (২৫ দিন পর) | ২য় কিস্তি (৫০ দিন পর) | ৩য় কিস্তি (৭০ দিন পর) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| পচা গোবর/কম্পোস্ট | ১০,০০০-১৫,০০০ | সম্পূর্ণ | - | - | - |
| ইউরিয়া | ২০০-২৫০ | - | ৫০-৬০ | ৭০-৮০ | ৭০-৮০ |
| টিএসপি/ডিএপি | ১৫০-২০০ | সম্পূর্ণ | - | - | - |
| এমওপি | ১৫০-২০০ | ৭৫-১০০ | ২৫-৩৫ | ২৫-৩৫ | ২৫-৩৫ |
| জিপসাম | ১০০ | সম্পূর্ণ | - | - | - |
| জিংক সালফেট | ১০-১২ | সম্পূর্ণ | - | - | - |

প্রয়োগ পদ্ধতি:

* জমি তৈরির শেষ চাষে সম্পূর্ণ গোবর, টিএসপি/ডিএপি, জিপসাম, জিংক এবং অর্ধেক এমওপি সার প্রয়োগ করতে হবে।
* চারা রোপণের পর তিন কিস্তিতে ইউরিয়া ও বাকি এমওপি সার গাছের গোড়া থেকে কিছুটা দূরে উপরি প্রয়োগ করে মাটির সাথে মিশিয়ে সেচ দিতে হবে।

সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা (IPM)

পোকামাকড় চেনার উপায় ও প্রতিকার

* থ্রিপস ও মাকড়:
  + চেনার উপায়: এরা পাতার রস চুষে খায়, ফলে পাতা উপরের দিকে বা নিচের দিকে নৌকার মতো কুঁকড়ে যায়। এই অবস্থাকে "পাতা কোঁকড়ানো রোগ" বা লিফ কার্ল বলা হয়, যা মরিচের সবচেয়ে মারাত্মক সমস্যা।
  + আইপিএম ব্যবস্থাপনা:
    - পরিচর্যা: জমিতে সাদা মাছি দমনের জন্য আঠালো হলুদ ফাঁদ এবং থ্রিপস দমনের জন্য আঠালো নীল ফাঁদ ব্যবহার করা।
    - জৈব কীটনাশক: আক্রমণের শুরুতে ৫ মিলি নিম তেল বা সাবান-পানি প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে পাতার নিচে স্প্রে করা।
    - রাসায়নিক প্রতিকার: আক্রমণ বেশি হলে মাকড়ের জন্য অ্যাবামেকটিন (যেমন: ভার্টিমেক) এবং থ্রিপসের জন্য ইমিডাক্লোপ্রিড (যেমন: এডমায়ার) বা ফিপ্রোনিল (যেমন: রিজেন্ট) গ্রুপের কীটনাশক অনুমোদিত মাত্রায় স্প্রে করতে হবে।
* জাব পোকা (Aphid):
  + চেনার উপায়: এরা গাছের কচি পাতা ও ডগার রস চুষে খায়, ফলে গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে। এরা "সুটি মোল্ড" বা ছাতা রোগের কারণ হতে পারে।
  + আইপিএম ব্যবস্থাপনা:
    - যান্ত্রিক দমন: আক্রমণের শুরুতে হাত দিয়ে পিষে পোকা মেরে ফেলা।
    - রাসায়নিক প্রতিকার: ইমিডাক্লোপ্রিড গ্রুপের কীটনাশক স্প্রে করা।
* ফল ছিদ্রকারী পোকা (Fruit Borer):
  + চেনার উপায়: কীড়া ফলের ভেতরে প্রবেশ করে ভেতরের অংশ খেয়ে নষ্ট করে ফেলে, ফলে ফল পচে যায় এবং বাজার মূল্য হারায়।
  + আইপিএম ব্যবস্থাপনা:
    - পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা: আক্রান্ত ফল সংগ্রহ করে মাটিতে পুঁতে বা পুড়িয়ে ধ্বংস করা।
    - ফাঁদ ব্যবহার: ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পুরুষ পোকা দমন করা।
    - রাসায়নিক প্রতিকার: সাইপারমেথ্রিন বা ল্যাম্বডা-সাইহ্যালোথ্রিন গ্রুপের কীটনাশক স্প্রে করতে হবে।

রোগ চেনার উপায় এবং প্রতিকার

* অ্যানথ্রাকনোজ বা ফল পচা রোগ (Anthracnose/Fruit Rot):
  + চেনার উপায়: এটি একটি ছত্রাকজনিত রোগ। ফলের উপর গোলাকার কালো দাগ পড়ে যা ধীরে ধীরে বড় হয়ে ফল পচিয়ে দেয়। এই রোগকে "ডাই-ব্যাক"ও বলা হয়, কারণ গাছের ডগা উপর থেকে শুকিয়ে নিচের দিকে নামতে থাকে।
  + আইপিএম ব্যবস্থাপনা:
    - জাত নির্বাচন: বারি মরিচ-১ বা বারি মরিচ-৩ এর মতো সহনশীল জাত চাষ করা।
    - বীজ শোধন: বপনের পূর্বে বীজ শোধন করে নেওয়া।
    - রাসায়নিক প্রতিকার: রোগ দেখা দিলে ম্যানকোজেব (যেমন: ডাইথেন এম-৪৫) বা কার্বেন্ডাজিম (যেমন: অটোস্টিন) গ্রুপের ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ৭-১০ দিন পরপর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
* ঢলে পড়া রোগ (Bacterial Wilt):
  + চেনার উপায়: এটি একটি ব্যাকটেরিয়াঘটিত রোগ। গাছ কোনো বাহ্যিক লক্ষণ ছাড়াই হঠাৎ করে ঢলে পড়ে ও মারা যায়।
  + আইপিএম ব্যবস্থাপনা:
    - পরিচর্যা: রোগমুক্ত চারা ব্যবহার করা এবং জমিতে পানি নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা রাখা।
    - প্রতিকার: এই রোগের কোনো কার্যকর রাসায়নিক প্রতিকার নেই। আক্রান্ত গাছ দেখামাত্র তুলে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। জমিতে ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করলে রোগের প্রকোপ কমে।
* পাতা কোঁকড়ানো রোগ (Leaf Curl Complex):
  + চেনার উপায়: এটি মূলত থ্রিপস, মাকড় ও ভাইরাসের সম্মিলিত আক্রমণের ফল। পাতা বিকৃত হয়ে স্বাভাবিকের চেয়ে ছোট, পুরু ও ভঙ্গুর হয়ে যায় এবং কুঁকড়ে যায়।
  + আইপিএম ব্যবস্থাপনা:
    - বাহক পোকা দমন: এটি দমনের মূল উপায় হলো এর জন্য দায়ী বাহক পোকা (থ্রিপস ও মাকড়) নিয়ন্ত্রণ করা। উপরে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।
    - রোগাক্রান্ত গাছ অপসারণ: জমিতে আক্রান্ত গাছ দেখামাত্র তা তুলে ধ্বংস করে ফেলতে হবে যাতে ভাইরাস ছড়াতে না পারে।